দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 11 AUG 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৯ ...

ডাকসুর আলোচনায় আসা ছাত্রদলকে ধাওয়া ছাত্রলীগের

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উন্মুক্ত আলোচনায় অংশ নেয়নি ছাত্রলীগ। উল্টো অংশ নিতে আসা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের ধাওয়া দিয়ে বের করে দিয়েছে। গতকাল দুপুরে এ ঘটনা ঘটে।

ডাকসু ভবন ও মধুর ক্যান্টিনের মাঝামাঝি স্থানে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের পূর্বঘোষিত উন্মুক্ত আলোচনা ছিল। সেখানে ছাত্রশিবির ছাড়া সব সংগঠনের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। বেলা ১১টার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সভাপতি আল মেহেদী তালুকদার ও সাধারণ সম্পাদক আবুল বাশার সিদ্দিকীর নেতৃত্বে ৫০-৬০ জন নেতাকর্মী ডাকসু ভবনের সামনে আসেন।

দুপুর পৌনে ১২টার দিকে মধুর ক্যান্টিন ও গ্রন্থাগার থেকে ছাত্রলীগের কয়েক নেতাকর্মী লাঠিসোঁটা নিয়ে ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের ধাওয়া দেন। ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা চারুকলা অনুষদের সামনে দিয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ভেতরে ঢুকে যান। কয়েকজন শাহবাগ দিয়ে পালিয়ে যান। ছবির হাটের সামনে ছাত্রদলের মুহসীন হল শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক ওমর ফারুককে মারধর করেন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। পরে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি আবিদ আল হাসানের নেতৃত্বে মধুর ক্যান্টিনে ফিরে আসেন। তবে তার পাশে উন্মুক্ত আলোচনা শুরু হলেও ছাত্রলীগ এতে যোগ দেয়নি।

ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক আবুল বাশার সিদ্দিকী বলেন, ডাকসুর দাবিতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের আয়োজিত উন্মুক্ত আলোচনায় যোগ দিতে আমরা ক্যাম্পাসে যাই। কিন্তু ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা অস্ত্র নিয়ে আমাদের ওপর হামলা করে। তিনি বলেন, ছাত্রদল সব সময় ডাকসু নির্বাচনের পক্ষে। কিন্তু ছাত্রলীগ কখনো

এরপর পৃষ্ঠা ৬, কলাম ৪

ডাকসুর আলোচনায়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) সেটা চায় না, কেননা তারা সাধারণ ছাত্রদের পক্ষে নয়।

এ বিষয়ে ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি আবিদ আল হাসান বলেন, অতীতের মতো ছাত্রদল ক্যাম্পাসে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চেয়েছিল বলে তাদের ধাওয়া করা হয়েছে। যারা ক্যাম্পাসে এসেছিল, তারা সবাই অছাত্র।

ডাকসুর দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের অন্যতম সমন্বয়কারী মাসুদ আল মাহদী বলেন, ছাত্রশিবির ছাড়া সবকটি সংগঠনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু তারা কেউ আলোচনায় যোগ দেয়নি। মাসুদ আল মাহদী বলেন, যেহেতু সাধারণ শিক্ষার্থীদের আমন্ত্রণে ছাত্রদল এসেছে, ছাত্রলীগ তাদের ধাওয়া করে ঠিক করেনি। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় ছাত্রলীগ আসলে নির্বাচন চায় না। এ প্রসঙ্গে আবিদ আল হাসান বলেন, আমরা সব সময় চাই ডাকসু নির্বাচন। কিন্তু এটা আমাদের আয়োজনের বিষয় নয়, প্রশাসন আয়োজন করলে আমরা অংশ নেব। উন্মুক্ত আলোচনায় অংশ নিয়েছে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের দুই অংশ, বাসদ (খালেকুজ্জামান) সমর্থিত সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, বাসদ (মার্ক্সবাদী) সমর্থিত সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতাসহ বিভিন্ন বিভাগের কয়েক শিক্ষার্থী তাদের মতামত দেন।